প্রথম আলো

তারিখ ... 16 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ

শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র আটকিয়ে টাকা আদায় ছাত্রলীগ নেতাদের

শরিফুল হাসান ●

কলেজ কর্তৃপক্ষের বদলে ছাত্র সংসদের নামে পরীক্ষার প্রবেশপত্র দিচ্ছেন ছাত্রলীগের নেতারা। এ জন্য তাঁরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০ টাকা করে নিয়েছেন। কলেজের এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে রসিদ ছাড়াই এ টাকা নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি জেনেও নিশ্চুপ কলেজ কর্তৃপক্ষ।

রাজধানীর বেসরকারি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে এ ঘটনা ঘটেছে। কলেজের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, তাঁদের প্রবেশপত্র জিম্মি করে ছাত্রলীগের নেতারা ৩০ টাকা করে নিয়েছেন। যেহেতু পরীক্ষার জন্য প্রবেশপত্র লাগবেই, তাই তাঁরা টাকা দিতে বাধ্য হন।

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, আজ থেকে প্রতিটি বর্ষের ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল সার্জারি (ডিএইচএমএস) পরীক্ষা শুরু হবে। এ জন্য তাঁরা ফরম পূরণ করে মঙ্গলবার প্রবেশপত্র আনতে প্রশাসনিক কর্মকর্তার কক্ষে যান। প্রতিবছর এই দপ্তর থেকেই প্রবেশপত্র দেওয়া হতো। কিন্তু এবার প্রশাসনিক কর্মকর্তার কক্ষে গেলে জানানো হয়, সব প্রবেশপত্র নেতারা নিয়ে গেছেন। লাইব্রেরি কক্ষে গিয়ে নেতাদের কাছ থেকে প্রবেশপত্র নিতে হবে।

শিক্ষার্থীরা জানান, কলেজের তৃতীয় তলার পাঠাগারকক্ষে ছাত্রসংসদের নেতারা ৩০ টাকার বিনিময়ে প্রবেশপত্র দেন। কেউ টাকা দিতে আপত্তি করলে তাঁকে প্রবেশপত্র দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে সবাই টাকা দিয়ে প্রবেশপত্র নেন। গত মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রবেশপত্র দেওয়া হয়। বিষয়টি তদারক করেন ছাত্র সংসদের দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম।

জানতে চাইলে শরিফুল ইসলাম প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করেন। টাকা নিয়ে প্রবেশপত্র দেওয়ার ছবি তোলা আছে এমন তথ্য দেওয়ার পর তিনি বলেন, বিষয়টি ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) ও সাধারণ সম্পাদক জানেন।

ভিপি জহিরুল ইসলামের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সাংবাদিক পরিচয় শোনার পর তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হননি। সাধারণ সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন বলেছেন, ঘটনা সত্য নয়। তাঁরা কোনো টাকা তোলেননি। এগুলো অপপ্রচার। বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষ জানে।

ছাত্রদের প্রবেশপত্র কেন প্রশাসনিক দপ্তর থেকে দেওয়া হলো না—জানতে চাইলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এম এ জলিল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ভাই, আমার কিছু বলার নেই। যা বোঝার, আপনাদের বুঝে নিতে হবে। আমার কিছু করার ছিল না।'

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল হাকিম বলেন, 'ছেলেরা বলেছে, কলেজের ছাত্র সংসদের জন্য খরচ আছে, তাই তারা টাকা তুলছে।' প্রবেশপত্র জিম্মি করে টাকা তোলা যায় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী তো করা যায় না'। কিন্তু তারা নিয়ম বানিয়ে ফেলেছে।' অধ্যক্ষ হিসেবে আপনি কী করেছেন জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, 'প্রতিবাদ করার মতো প্রেক্ষাপট নেই। তাই চুপ থাকতে হয়।'

ছাত্র ও শিক্ষকেরা জানান, ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের প্রতিবাদ করায় তাঁরা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আবু মোহাম্মদ নুরুল হুদা তরফদারকে মারধর করাসহ তাঁর কক্ষে তালা ঝুলিয়ে রাখেন। বাধ্য হয়ে অধ্যক্ষ কলেজ ছেড়ে চলে যান। এর পর থেকে ছাত্র সংসদের নেতারা যা ইচ্ছে তা-ই করছেন। ছাত্রদের অভিযোগ, কলেজে কোনো নির্বাচন হয়নি। সাবেক অধ্যক্ষকে জোর করে একটি কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে তাঁরা নেতা বনে গেছেন।

জানতে চাইলে কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ নুরুল হুদা তরফদার বলেন, 'আমি সব সময় আইন মেনে চলার চেষ্টা করতাম। ওই কলেজ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আগের ঘটনা নিয়ে কিছু বলতে চাই না।'